চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:১৩.০৪.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

“শিক্ষাই একটি উন্নত জাতি গঠনের প্রধান শক্তি” — মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম নগরীর কদম মোবারক সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয়ে বর্ণাঢ্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী, কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা, ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা এবং বিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রকাশনা ‘স্পন্দন’-এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. শাহাদাত হোসেন, মাননীয় মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, “শিক্ষাই একটি উন্নত জাতি গঠনের প্রধান শক্তি। একটি আধুনিক ও সমৃদ্ধ দেশ গড়তে হলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ হতে হবে।”তিনি আরও বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নগরীর শিক্ষার মান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, “তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তোমাদের মেধা, পরিশ্রম ও সততার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে।”অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মিসেস নাজমা বিনতে আমিন, সিনিয়র সহকারী সচিব ও শিক্ষা কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। সভাপতির বক্তব্যে তিনি শিক্ষার্থীদের সুশৃঙ্খল জীবনযাপন ও নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী।অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। পরে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, যেখানে তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ও সাফল্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণিতে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমে অবদান রাখা শিক্ষার্থীদেরও সম্মাননা প্রদান করা হয়।২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করা হয়। বিদায়ী শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের স্মৃতিময় দিনগুলোর কথা স্মরণ করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।
অনুষ্ঠানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল বিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রকাশনা ‘স্পন্দন’-এর মোড়ক উন্মোচন। প্রধান অতিথি ও সভাপতির উপস্থিতিতে প্রকাশনাটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

সিআরবি শিরীষতলায় বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণে পরিবেশ ও ঐতিহ্য রক্ষার আহ্বান

চট্টগ্রামের সিআরবি শিরীষতলায় বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, পুরাতন বছর ১৪৩২ বঙ্গাব্দকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছর ১৪৩৩ বঙ্গাব্দকে বরণ করার এই ক্ষণে আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় আরও সচেতন হতে হবে। তিনি বলেন, গাছ আমাদের পরম বন্ধু। গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয় এবং আমরা যে দূষিত কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করি তা শোষণ করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। ঐতিহাসিক সিরিষ গাছটি প্রায় ১২৫ বছর ধরে মানুষের উপকার করে যাচ্ছে, যা আমাদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ।করোনাকালের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে মেয়র বলেন, তখন মানুষকে অক্সিজেনের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে, অথচ মহান আল্লাহ তায়ালা প্রকৃতির মাধ্যমে আমাদের প্রতিনিয়ত বিনামূল্যে অক্সিজেন দিচ্ছেন। তাই এই গাছপালা ও পরিবেশ রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তিনি আরও বলেন, একসময় সিআরবি এলাকায় হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হলে স্থানীয় জনগণ তা প্রতিহত করতে দীর্ঘ ২৫০ দিন আন্দোলন চালায়। সেই আন্দোলনের মাধ্যমে এই ঐতিহ্যবাহী স্থান রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে, যা চট্টগ্রামবাসীর পরিবেশ সচেতনতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।মেয়র বলেন, যদিও এই জায়গাটি রেলওয়ের অধীন, তবে এটি রক্ষা করার দায়িত্ব চট্টগ্রামের প্রতিটি নাগরিকের। কারণ এই শহর সবার, এবং সবাইকে মিলেই এটিকে পরিচ্ছন্ন, সবুজ, স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
নতুন প্রজন্মের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বাংলা মাস ও ছয় ঋতুর ঐতিহ্য সম্পর্কে তাদের ধারণা দিতে হবে। আমাদের সংস্কৃতি ও ইতিহাস ভুলে গেলে দেশপ্রেম গড়ে উঠবে না।তিনি আরও জানান, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে স্বাধীনতা বইমেলা আয়োজন করা হয়েছে এবং আগামী ১৮ তারিখ পর্যন্ত তা চলবে। তিনি সবাইকে বইমেলায় গিয়ে বই কেনার আহ্বান জানান এবং বলেন, “বই কিনে কেউ কখনো দেউলিয়া হয় না, বরং এটি জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে।”সবশেষে তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান, সম্মিলিতভাবে চট্টগ্রামকে একটি ক্লিন,

গ্রিন, হেলদি ও সেফ সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ, মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিকসহ সর্বস্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মে দিবস উপলক্ষে পরিবহন শ্রমিকদের প্রস্তুতি সভা, বৈষম্য দূর না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি। আন্তর্জাতিক মহান মে দিবস ২০২৬ উদযাপনকে সামনে রেখে চট্টগ্রাম জেলা অটোটেম্পু-অটোরিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন (কেন্দ্রীয় উপ-পরিষদ, রেজিঃ নং- চট্ট-১৪৮৭)-এর উদ্যোগে এক ব্যাপক সাংগঠনিক আলোচনা ও প্রস্তুতি সভা কাজির দেউরী সিডিএ মার্কেট ইউনিয়ন অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা বলেন, “মহান মে দিবসের মূল চেতনা হচ্ছে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু দুঃখজনকভাবে দেশের পরিবহন শ্রমিকরা এখনও নানা ধরনের বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার।” তারা ‘মহান মে দিবসের ডাক—পরিবহন শ্রমিকের বৈষম্য নিপাত যাক’ এই স্লোগান তুলে ধরে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। বক্তারা বিশেষভাবে পরিবহন আইনের কিছু ধারা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারা অভিযোগ করেন, ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি) কর্তৃক আরোপিত জরিমানার ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য ও বৈষম্য বিদ্যমান, যা পরিবহন শ্রমিকদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে। একই অপরাধে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্নমাত্রার জরিমানা আরোপকে তারা অন্যায় ও অযৌক্তিক বলে অভিহিত করেন। তারা আরও বলেন, “যদি এই বৈষম্য দ্রুত দূর না করা হয়, তাহলে পরিবহন শ্রমিক সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে কঠোর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।” বক্তারা সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি দ্রুত এই সমস্যার সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জোর দাবি জানান।সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ১৪ নং লালখানবাজার ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান সুমন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, “পরিবহন শ্রমিকরা দেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া উপেক্ষা করা হলে এর প্রভাব সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর পড়বে। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে হলে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করা জরুরি।”সংগঠনের সভাপতি মধু সরকারের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফরহাদ খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় আরও বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা দিলীপ সরকার, মোঃ জাকের, নুর হোসেন, আল আমিন, আলমগীর, ইউসুফ, মোঃ আব্দুল বাকী, মনির, কবির, লিটন, মোঃ হানিফ, অজয়েনসহ অনেকে।বক্তারা তাদের বক্তব্যে পরিবহন শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের নানা সমস্যা তুলে ধরেন। এর মধ্যে রয়েছে পর্যাপ্ত সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, কর্মক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, আইনি জটিলতা এবং ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া। তারা বলেন, শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, বীমা, বাসস্থান এবং অন্যান্য মৌলিক সুবিধা নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি।
সভা শেষে পরিবহন শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায় এবং বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানানো হয়।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮